Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.12-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং যোগ পরম্পরা- এক অধ্যয়ন

অরিন্দম মণ্ডল
গবেষক, সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Abstract:

Maharshi Patanjali's yoga philosophy is one of the sublime Indian yoga traditions, where it is said to attain 'samadhi' through restrain of mind. The yoga philosophy introduced by Maharshi Patanjali presumably in the 2nd century BC, was later divided into two parts – yoga scripted tradition and tradition of realization. In this article I have discussed the two above mentioned topics.

ভূমিকা: প্রাচীন ভারতের মুমূক্ষুসম্প্রদায় আত্মতত্ব উপলব্ধিতে সজাগ হয়েছিলেন । বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের ধারাকে অনুসরণ করতে করতে একসময় বৈদিক ঋষিগণও যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্গের মাধ্যমে সমাধি লাভে উদ্যোগী হয়েছিলেন । এবং যোগসম্মত সমাধিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে শ্রবন, মনন, নিধিধ্যাসনের প্রয়াসপূর্বক অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশ আদি পঞ্চ ক্লেশকে দূরীভুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যোগতত্ত্বের স্বরূপকে যথার্থ ভাবে জেনেছিলেন।

ষড়বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে যোগদর্শন অন্যতম। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত, আয়ুর্বেদ, অলংকারশাস্ত্র আদি বিভিন্ন গ্রন্থে যোগ এর উল্লেখ আছে। পতঞ্জলিকৃত দর্শন গ্রন্থে যোগের বিস্তৃত আলোচনার জন্য তাঁর শাস্ত্রটি যোগদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে সাংখ্যতত্ত্বের পুরুষ প্রকৃতি আদি পঁচিশটি তত্ত্বকে গ্রহণ করার পরও স্বতন্ত্ররূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই 'স্বেশ্বর সাংখ্য' রূপেও যোগের প্রামানিকতা আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণয়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি - এই অষ্ট যোগাঙ্গের মাধ্যমে পঞ্চক্লেশ দূরীভূত করে অনিমা লঘিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যাদির অধিকারি হয়ে রাগাদি পঞ্চ ক্লেশকে দূরীভূত করে সংযমের মাধ্যমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে লিপ্ত হয়ে মুক্তি বা কৈবল্য লাভই হল যোগদর্শনেরর মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে যোগের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। বিশ্লেষণের আধারে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন নামে জানা যায়। যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকার রচয়িতা নারায়ণতীর্থ যোগকে ক্রিয়াযোগ,

চর্যাযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ, অদ্বৈতযোগ, লয়যোগ, ধ্যানযোগ তথা প্রেমভক্তিযোগ প্রভৃতি যোগের বিভিধতা দেখিয়েছেন এবং সমাধিকে রাজযোগ নামে অভিহিত করেছেন[1]।

যোগ শব্দের ভাষিক সাহিত্যিক এবং দার্শনিক আলোচনা:

'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল - যুক্ত হওয়া বা সংযোগ স্থাপন করা। তাই এক বস্তুর সঙ্গে অপর এক বস্তুর একত্রে মিলনকেই সাধারণ অর্থে 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রে যোগ শব্দটি 'যুজিরযোগে' ও 'যুজ্ সমাধৌ' এই দুটি ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলত এটি একটি পুংলিঙ্গবাচক শব্দ।'যুজিরযোগে' এই অর্থে যোগ শব্দের অর্থ হল-'সংযোগ' এবং 'যুজ্ সমাধৌ' এই অর্থে যোগ শব্দের অর্থ হল- 'সমাধি'। অমরকোষ গ্রন্থে -'উপায়ঃ', 'সঙ্গতিঃ', 'যুক্তিঃ', 'ধ্যানম্' প্রভৃতি শব্দগুলিকে যোগ শব্দের পর্যায়বাচী শব্দ হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন[2]। দেবীভাগবত অনুসারে যোগ শব্দের অর্থ হল - 'প্রেম'[3]। আচার্য মনুর মতে যোগ শব্দের অর্থ হল- ছলনা বা কপটতা [4]। আচার্য সুশ্রুত যোগ শব্দটি - **'যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ**[5]**'** এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার আয়ুর্বেদে 'ভেষজ' অর্থে, জ্যোতিষে 'নক্ষত্রগুলির সম্বন্ধ বিশেষ', 'সময় বিভাগ' ও 'রবি-চন্দ্রের যোগাধীন বিষ্কম্ভাদি' প্রভৃতি অর্থে যোগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে[6]। মহাকবি ভারবি তাঁর কিরাতার্জুনীয়ম গ্রন্থে 'যুজ্' ধাতুর অর্থ যুক্ত হওয়া অর্থে বুঝিয়েছেন[7]। এছাড়াও ব্যাকরণ শাস্ত্রে যোগ শব্দটি ব্যুৎপত্তি অর্থে, নারদ কর্তৃক রচিত পঞ্চরাত্রতে দেবতানুসন্ধান অর্থে, গনিতশাস্ত্রে দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ অর্থে যোগ শব্দটির প্রচলন আছে। এইভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি ঘটেছে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যোগ অত্যন্ত চর্চিত বিষয় যার সাধারণ অর্থ হল যুক্ত হওয়া। ন্যায় মতে যোগ শব্দের অর্থ হল 'সংযোগ'[8]। বেদান্ত মতে 'জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই' হল 'যোগ'[9]। যোগাচার বৌদ্ধদের মতে যোগ শব্দের অর্থ হল- পর্যনুযোগ। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে গ্রহন করলেও মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দের এই সাধারণ আর্থগুলিকে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে 'যোগ' শব্দের অর্থ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটানো[10]। ব্যাসভাষ্যে 'যোগ' শব্দটিকে সমাধি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে[11]।

---

[1]নিদিধ্যাসনঞ্চৈকতানতাদিরূপো রাজযোগপরপর্থায়ঃ সমাধিঃ। তস্তাধনং তু ক্রিয়াযোগঃ, চর্যাযোগঃ, কর্মযোগঃ,হঠযোগো, মন্ত্রযোগো, জ্ঞানযোগঃ, অদ্বৈতযোগো, লক্ষ্যযোগো,ব্রহ্মযোগঃ, শিবযোগঃ, সিদ্ধিযোগো, বাসনাযোগো, লয়যোগো, ধ্যানযোগঃ, প্রেমভক্তিযোগশ্চ। যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা পৃ. ২

[2] যোগঃ সংনহনোপায়ধ্যানসংগতিযুক্তিষু। অমরকোষ ৩.৩.২২

[3] স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ।। দেবীভাগবত ৩.১৫.১৩

[4] মনুসংহিতা ৮.১১৫

[5] সুশ্রুত সংহিতা ৬৫.৯

[6] বাচস্পত্যম্

[7] শ্রিয়ঃ কুরুণামধিপস্য পালনীং প্রজসু বৃত্তিং যময়ুঙ্ক্ত বেদিতুম্। কিরাতার্জুনীয়ম্ ১.১

[8] সংযুক্তব্যবহারহেতুঃ সংযোগঃ। তর্কসংগ্রহ

[9] সংযোগং যোগমিত্যাহুর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। বাচস্পত্যম্

[10] যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগসূত্র ১.২

[11] যোগঃ সমাধিঃ। যোগভাষ্য ১.১

সাংখ্যমতের বুদ্ধি, অহংকার ও মন - এই তিনটি তত্ত্বের একত্রে সমাবেশই হল যোগদর্শনের চিত্ত, যা প্রকৃতির পরিণাম। যোগমতে মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন চিত্ত সেই বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। বিষয়াকার গ্রহণই হল চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি। আত্মা স্বরূপগত বিশুদ্ধ চৈতন্য। চৈতন্যের বিকার সম্ভব নয়। তাই চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মারই বিকার ঘটে। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মাই অবিদ্যাবশত নিজেকে বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এই অবস্থাই হচ্ছে আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ- এই পাঁচটি ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়। এজন্য বন্ধনমুক্তির জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীনরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এই অবস্থাই হল –'যোগ' বা 'সমাধি'। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে কর্ম সংসারের বন্ধনহেতু হয় না অথচ মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে সেইরূপ কর্মই হল যোগ[12]।

যোগের উদ্ভব: যোগের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়। তাই এই দর্শনের উদ্ভবও যেমন অতিপ্রাচীন তেমনই এর আচার্যপরম্পরার ধারাটিও গৌরবান্বিত। ব্যাসভাষ্যে তাই আসুরি[13], পঞ্চশিখ, বার্ষগণ্য, জৈগীষব্য[14], আবট্য প্রভৃতি যোগাচার্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যোগসাহিত্যের উদ্ভবের ধারাটিকে দুটি বর্গে বিভক্ত করা যেতে পারে- পাতঞ্জল যোগ সাহিত্য ও পাতঞ্জলোত্তর যোগ সাহিত্য।

১.হিরণ্যগর্ভ – যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠা যদিও পতঞ্জলির যোগ সূত্রতেই হয়েছে তথাপি পতঞ্জলিকে যোগ এর আদি প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে না কারণ "**হিরণ্যগর্ভঃ যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ**"[15] ইত্যাদি বাক্য থেকে জানা যায় যোগের আদিম বক্তা হলেন 'হিরণ্যগর্ভ'। এছাড়াও মহাভারত, অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, মনুস্মৃতি, ভামতী, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য আদি গ্রন্থে হিরণ্যগর্ভকে যোগ এর আদিবক্তা বলা হয়েছে[16]।

২.পতঞ্জলি – ড. রাধাকৃষ্ণণের মতে যোগসূত্রের সময়কাল হল ৩০০ খ্রীঃ[17]। সম্পূর্ন বৈদিক সাহিত্যের আদি থেকে অন্তপর্যন্ত যোগ বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বকে সূত্রাত্মক শৈলীতে প্রতিপাদন করে 'যোগ দর্শন' নামে প্রতিষ্ঠাপিত করতে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই পতঞ্জলিকেই যোগসিদ্ধান্তের অনুশাষনকর্তা বলে মনে করা হয়। যোগসূত্রের প্রথম সূত্রতেই তিনি এই মতের অভিপ্রায় ঘটিয়েছেন – অথ যোগানুশাসনম্[18] আলোচ্য 'যোগসূত্র' গ্রন্থটিকে তিনি সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়, যোগপ্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত অলৌকিক শক্তি, মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষের স্বরুপ আলোচনা করেছেন।

যোগসূত্রের উপর লিখিত টীকা ও বৃত্তি:

---

[12] যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২.৫০

[13] আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ। ব্যাসভাষ্য ১.২৫

[14] চিত্তৈকাগ্রপাদপ্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ। ব্যাসভাষ্য ২.৫৫

[15] যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১২.৫

[16] মহাভারত ১১.৩.৪৯-৬৫, অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ১২.৩৯, মনুসংহিতা ১.৮৮-৮৯, ভামতী ২.১.৩

[17] Indian Philosophy – Dr.Radhakrishinan 2,342

[18] যোগসূত্র ১.১

পতঞ্জলির যোগভাষ্যের উপর রচিত গ্রন্থগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেত পারে – টীকা গ্রন্থ ও বৃত্তি গ্রন্থ। যোগসূত্রের উপর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ ব্যাসদেব রচনা করেন, বিষয়গত দিক থেকে যার নামে 'যোগভাষ্য' ও ব্যাখ্যাকারের নাম অনুসারে 'ব্যাসভাষ্য' রূপে পরিচিত।

যোগসূত্রের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি হল –

1.ব্যাসদেবকৃত – যোগভাষ্যম্ (যোগসূত্রের উপর আধারিত ভাষ্য)
2.বাচস্পতি মিশ্রকৃত – তত্ত্ববৈশারদী (ব্যাসভাষ্যের টীকা)
3.রাঘবানন্দসরস্বতীকৃত – পাতঞ্জলরহস্যম্ (তত্ত্ববৈশারদীর টীকা)
4.বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত – যোগবার্তিকম্(ব্যাসভাষ্যের টীকা)
5.হরিহরানন্দকৃত – ভাস্বতী (ব্যাসভাষ্যের টীকা)
6.ভগবৎপাদশঙ্করকৃত – যোগভাষ্যবিবরণম্ (ব্যাসভাষ্যের টীকা)
7.নারায়ণতীর্থকৃত – যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (ব্যাসভাষ্যের উপর আধারিত স্বতন্ত্র টীকা)
8.ভোজদেবকৃত – রাজমার্তণ্ডঃ (যোগসূত্রর বৃত্তি)
9. .নারায়ণতীর্থকৃত – সূত্রার্থবোধিনী (যোগসূত্রর বৃত্তি)
10.নাগোজীভট্টকৃত – যোগসূত্রবৃত্তিঃ (লঘ্বী এবং বৃহতি বৃত্তি)
11.রামানন্দযতিকৃত – মণিপ্রভা (যোগসূত্রর বৃত্তি)
12.অনন্তদেবপণ্ডিতকৃত – পদচন্দ্রিকা (যোগসূত্রর বৃত্তি)
13.সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত – যোগসুধাকরঃ (যোগসূত্রর বৃত্তি)
14.বলদেবমিশ্রকৃত – যোগপদীপিকা (যোগসূত্রর বৃত্তি)
15.হরিহরানন্দকৃত – যোগকারিকা (সরলটীকা সহ)
16.সত্যদেবকৃত – যোগরহস্য (যোগসূত্রের স্বতন্ত্র টীকা)

এছাড়াও যোগসূত্রের উপর রচিত কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ –

1.ষিমানন্দকৃত – যোগসূত্রবৃত্তিঃ
2.ভবদেবমিশ্রকৃত - যোগসূত্রবৃত্তিঃ
3.সুরেন্দ্রতীর্থকৃত - যোগসূত্রবৃত্তিঃ
4.শ্রীগোপালমিশ্রকৃত - যোগসূত্রবিবরণম্
5.পুরুষোত্তমতীর্থকৃত - যোগসূত্রবৃত্তিঃ

৩.ব্যাসভাষ্য

ব্যাসদেব রচিত 'যোগভাষ্য' গ্রন্থটি যোগসূত্রের উপর আধারিত ভাষ্য গ্রন্থ। বৈদান্তিক পক্রিয়ার মধ্যে যোগের গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করা হল গ্রন্থটির মূল বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে আচার্য ব্যাসদেব বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন[19]। ব্যাসদেবের মতে চিত্তের নিয়ত ও স্থায়ীত্বতা বিনা

[19] 1যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকশ্চ চিত্তং, তস্য সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্ । যদি পুনরিদং সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্যৈকস্মিন্নর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিত্যতো ন ত্যর্থনিয়তম্ । যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেন চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্যৈকাগ্রতা যদি প্রবাহচিত্তস্য ধর্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ । ...তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চ চিত্তম্ । ব্যাসভাষ্য ১.৩২
2.স্যান্মতিঃ স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যত । ব্যাসভাষ্য ৪.২১

যোগ সাধনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি যোগ দর্শনের গম্ভীর ও তাত্বিক বিষয় সমূহকে অত্যন্ত সরল, বোধগম্য ও প্রচলিত ভাষাতে তাঁর রচনাতে উপস্থাপিত করেছেন।

৪.বাচস্পতিমিশ্র রচিত তত্ত্ববৈশারদী

ন্যায়সূচীবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে ।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কসুবৎসরে ।। ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য

এই শ্লোকের আধারে বাচস্পতিমিশ্রের সময়কাল 898 বিক্রম অর্থাৎ নবম শতাব্দীর কাছাকাছি মনে করা হয়। প্র.বুডস তার 'The yoga system of Patanjali' গ্রন্থে তত্ত্ববৈশারদীর সময়কাল 850 খ্রীঃ বলে মনে করেছেন[20]। ব্যাসভাষ্যের টীকাগুলির মধ্যে বাচস্পতি মিশ্র রচিত 'তত্ত্ববৈশারদী' যোগ এর প্রাচীনতম টীকা। আচার্য বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্ববৈশারদী টীকার ব্যুৎপত্তিতে বলেছেন - **'তত্ত্বানাং বিশদীকরণং যস্যাং বর্ততে সা তত্ত্ববৈশারদী'** অর্থাৎ তত্ত্বের বিস্তৃত প্রতিপাদন যেখানে বিদ্যমান তাই তত্ত্ববৈশারদী। মূলত ব্যাসভাষ্যের টীকা হিসেবে তত্ত্ববৈশারদী যোগশাস্ত্রের সন্দর্ভগ্রন্থ রূপে প্রসিদ্ধ ।

৫.রাঘবানন্দ সরস্বতীকৃত পাতঞ্জলরহস্যম্

রাঘবানন্দ সরস্বতীকৃত তত্ত্ববৈশারদী টীকার উপর 'পাতঞ্জলরহস্যম্' নামক উপটীকা লিখেছেন। রাঘবানন্দর গুরুর নাম বিশ্বেশ্বর ভগবৎপাদ এবং শিষ্যের নাম অদ্বয়ভগবৎপাদ। রাঘবানন্দ সরস্বতী পাতঞ্জলরহস্যম্ এর প্রারম্ভিক শ্লোকে পতঞ্জলি, ব্যাসদেব এবং বাচস্পতি মিশ্র এই তিনজন আচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। তার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি দশম অথবা একাদশ শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৬.বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবার্ত্তিক

আনুমানিক ষোড়শ শতকের আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের উপর 'যোগবার্ত্তিক' টীকা রচনা করেছিলেন যা বার্ত্তিক শৈলীর আধারিত। আলোচ্য টীকা গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর পূর্বাচার্যদের দ্বারা উক্ত বচনের বিশ্লেষণ, অনুক্ত বচনের সমাবেশ এবং অন্য দার্শনিকদের দ্বারা স্থাপিত সিদ্ধান্তগুলির সযুক্তিক খণ্ডণ করেছেন। এছাড়াও তিনি তাঁর গ্রন্থে সাংখ্য ও যোগ কে সমান তন্ত্র হওয়ার যুক্তি দিয়েছেন। আবার অপরদিকে সাংখ্য ও যোগ দুটি দর্শনেই বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে অনাদি স্বস্বামিভাবসম্বন্ধতার কথা স্থাপিত করা হয়েছে। পুরুষার্থবর্তী বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত হয়ে পুরুষের বিষয় হয়। পুরুষার্থশূণ্য বুদ্ধিতে পুরুষের বিষয় হওয়ার কোন ক্ষমতা থাকে না । যোগের এই সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতের সঙ্গে সমানতা দেখিয়েছেন[21]। এছাড়াও সাংখ্যশাস্ত্রে যে দুই প্রকার প্রমা স্বীকৃত যোগসূত্রেও তা সমানভাবে প্রসিদ্ধ, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু এই মতেরও সাযুজ্যতা প্রদর্শন করেছেন[22]। এইভাবে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য ও যোগ এই দুই দর্শনের সমানতন্ত্রতা সিদ্ধ করেছেন।

৭.হরিহরানন্দকৃত ভাস্বতী টীকা

3.তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ । অপরেচিত্তমাত্রমেবেদং সর্বং নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি । ব্যাসভাষ্য ৪.২৩

[20] Date of vachaspati Misra's Tattvavaisaradi about A.D 850.

[21] অত এব পুরুষার্থবত্যেব বুদ্ধিঃ পুরুষস্য বিষয় ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ । যোগবার্তিক ১.৪

[22] প্রমাদ্বয়ং চ সাংখ্যে সূত্রিতম্ দ্বয়োরেকতরস্য বাঽঙ্গন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমেতি । যোগবার্তিক ১.৭

আনুমানিক 19 শতকের অন্তিম চরণে হরিহরানন্দ আরণ্য ব্যাসভাষ্যের উপর 'ভাস্বতী' নামক সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি মহর্ষি ব্যাসদেবের স্তুতি করেছেন[23]। এরপর তিনি বলেছেন ব্যুত্থিত ব্যক্তিদের জন্য যোগ দুরহ এবং যোগীদের জন্য ঈষ্ঠকামধূক। এই যোগ মহোজ্জ্বল মণিস্তূপের মত সত্যসংবিদ এবং শ্রেয়মার্গ[24]। এইভাবে তিনি তাঁর টীকাটিকে তত্ত্বনিশ্চয়প্রধানরূপে এবং পদার্থাবগাহিকারূপে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

৮.ভগবৎপাদ শঙ্করকৃত যোগভাষ্যবিবরণ

শ্রীমৎ শংকর ভগবৎপাদ যোগভাষ্যের উপর 'বিবরণ' নামক টীকা রচনা করেছিলেন যা 'যোগভাষ্যবিবরণ' নামে প্রসিদ্ধ।মূলত যোগভাষ্যের উপর লিখিত এই গ্রন্থটি স্বতন্ত্র প্রৌঢ় টীকা।যেখানে তিনি অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও অন্যথাপ্রতিপত্তির পরিধিকে অতিক্রম করে গ্রন্থটির শাস্ত্রসম্মত অভিপ্রেত অর্থদানে প্রয়াসী হয়েছেন।

৯.নারায়ণতীর্থকৃত যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা

আনুমানিক ষোড়শ শতকের অন্তিম চরণে আচার্য নারায়ণতীর্থ যোগসূত্রের উপর যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামক একটি স্বতন্ত্র টীকা রচনা করেন। ব্যাসভাষ্যানুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই টীকা গ্রন্থটিকে ব্যাসভাষ্যের টীকা হিসাবে পরিগণিত করা হয় না। এবং একে যোগের বৃত্তিগ্রন্থের শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। আলোচ্য টীকাটিতে অবতারবাদ, ষটকর্ম, ষটচক্র, কুণ্ডলিনী আদি নবীন বিষয়ের চর্চা করা হয়েছে। এছাড়া যোগ এর অনেক ধারার উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থটিতে করা হয়েছে[25]। সাংখ্যকারিকার উপর 'চন্দ্রিকা[26] 'টীকা লেখার সময় নারায়ণতীর্থ স্বীকার করেছেন যে তাঁর গুরুর নাম শ্রীরামগোবিন্দ। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর পরবর্তী আচার্য।

যোগ সূত্রের উপর লিখিত বৃত্তিগ্রন্থ

'সূত্রার্থপ্রধানা বৃত্তিঃ' – অর্থাৎ সূত্রার্থকে প্রধানরূপে বিবৃত করা হয় যে গ্রন্থে তাকেই বৃত্তিগ্রন্থ বলে। ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত আদি সমস্ত শাস্ত্রেই বৃত্তি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় । মূল গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে এই বৃত্তিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যান্য শাস্ত্রের মতই যোগ শাস্ত্রে অনেক বৃত্তিগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বৃত্তিগ্রন্থগুলিকে দুটি বর্গে ভাগ করা যায় – ক.প্রকাশিত বৃত্তি গ্রন্থ খ.অপ্রকাশিত বৃত্তিগ্রন্থ।

যোগসূত্রের বৃত্তিগ্রন্থ ও বৃত্তিকারের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এখন কালক্রম অনুসারে তাদের বিবরণ দেওয়া হবে।

১.ভোজদেবকৃত রাজমার্তণ্ড

ইতিহাসকার এইরূপ মনে করেন যে যোগসূত্রের সুবিখ্যাত বৃত্তিকার ভোজদেব শিশুপালবধের রচয়িতা মাঘের সমকালীন। ইনি মালবদেশের শাসক ছিলেন। আনুমানিক দশম শতকের অন্তিম দশকে অথবা একাদশ শতকের শুরুতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে করা হয়। ড. ভাণ্ডারকরের মতে ভোজদেবের

---

[23]মৈত্রীদ্রবান্তঃ করণাচ্ছরণ্যং কৃপাপ্রতিষ্ঠাকৃতসৌম্যমূর্ত্তিম্।

তথা প্রশান্তং মুদিতাপ্রতিষ্ঠং তং ভাষ্যকৃদ্ব্যাসমুনিং নমামি।। ভাস্বতী ১

[24] অযোগিনাং দুরূহং যৎ যোগিনামিষ্ঠকামধুক্ ।

মহোজ্জ্বলমণিস্তূপো যচ্ছেয়ঃ সত্যসংবিদাম্ ।। ভাস্বতী ২

[25] ১.২৮, ১.৩৩, ১.৩৫, ১.৩৬, ১.৩৭, ১.৩৯, ১.৪০, ১.৪১, ২.১, ২.৪৬, ৩.২৩, ৩.২৫ – সূত্র যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা

[26] শ্রীরামগোবিন্দসুতীর্থপাদকৃপাবিশেষাদুপলভ্য বোধ্যম্।

শ্রীবাসুদেবাদধিগম্য সর্বশাস্ত্রাণি বক্তুং কিমপি স্পৃহানঃ।। সাংখ্যকারিকা, নারায়ণীটীকা(চন্দ্রিকা)

সময়কাল আনুমানিক এগারো শতকে[27]। ড. বুলহট 'বিক্রমাংকদেবচরিত'এর ভূমিকায় ভোজ এর সময়কাল উনিশ শতক বলে মনে করেছেন[28]।

যোগসূত্রের উপর লিখিত বৃত্তিগুলির মধ্যে 'রাজমার্তণ্ড' প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ বৃত্তি। বৃত্তি গ্রন্থটির রচয়িতা ভোজদেবের নামানুসারে এই গ্রন্থটির নাম হয় 'ভোজবৃত্তি'। আলোচ্য গ্রন্থটিতে আচার্য ভোজদেব যোগানুমোদিত আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করেছেন।

২.নারায়ণতীর্থকৃত সূত্রার্থবোধিনী

'সূত্রার্থবোধিনীর' রচয়িতা নারায়ণতীর্থ। ইনি 'সূত্রার্থবোধিনী' ছাড়াও 'যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' নামক একটি টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বৃত্তিগ্রন্থটি 1911 খ্রীঃ চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ বারাণসী থেকে প্রকাশিত হয়।

৩.ভাবগণেশকৃত যোগদীপিকা

বিজ্ঞানভিক্ষুর সমসাময়িক আচার্য ভাবগণেশ যোগসূত্রের উপর 'যোগদীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন যা 'ভাবাগণেশীয় যোগসূত্রবৃত্তি' নামেও প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থটির ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃত ও পরীক্ষিত - এইরূপ আচার্য ভাবগণেশের অভিমত[29]।

৪.নাগেশভট্টকৃত যোগসূত্রবৃত্তি

আনুমানিক ষোড়শ শতকের আচার্য নাগেশভট্ট যোগসূত্রের উপর দুটি টীকা লিখেছিলেন 'লঘ্বী' এবং 'বৃহতি'। এর মধ্যে 'লঘ্বী' যোগসূত্রবৃত্তি গ্রন্থটীতে তিনি যোগবার্ত্তিক টীকাটিকে অনুসরন করে রচনা করেছেন। অপরদিকে 'বৃহতী' যোগসূত্র টীকাটিতে তিনি বিজ্ঞানভিক্ষুর মতকে সমর্থন ও বাচস্পতি মিশ্রের মতের বিরোধিতা করেছেন।

৫.রামানন্দযতিকৃত মনিপ্রভা

রামানন্দ যতি যোগসূত্রের উপর 'মনিপ্রভা' বৃত্তি লিখেছেন। বৃত্তির প্রথম শ্লোকে তিনি পতঞ্জলি এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম করে মনিপ্রভাকে যোগভাষ্যানুসারী বৃত্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন[30]। এনার সময়কাল আনুমানিক সপ্তদশ শতকের আশেপাশে বলে মনে করা হয়।

৬.অনন্তদেব পণ্ডিতকৃত পদচন্দ্রিকা

যোগসূত্রের উপর লিখিত বৃত্তিগুলির মধ্যে অনন্তদেব পণ্ডিতকৃত পদচন্দ্রিকা লঘুতম বৃত্তি। এটি ভোজবৃত্তির উপর আধারিত বৃত্তি গ্রন্থ।

৭.সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত যোগসুধাকর

---

[27] Early History of the Deccan. p.60

[28] স চ ভোজ নরেন্দ্রশ্চ দানোক্তর্ষেণ বিশ্রুতৌ ।

সুদি তস্মিন্ ক্ষণে তুল্যৌ দ্বাবাস্তাং কবিবন্ধবৌ ।। রাজতরঙ্গিনী

[29] ভাষ্যে পরীক্ষিতো যোঽর্থো গুরুভিঃ স্বয়ম্।

সংক্ষিপ্তঃ সিদ্ধবস্তোঽস্যাং যুক্তিষূক্তধিকা ক্বচিৎ ।।যোগদীপিকা ৩

[30] পতঞ্জলিং সূত্রকৃতং প্রণম্য ব্যাসং মুনিং ভাষ্যকৃতং চ ভক্ত্যা ।

ভাষ্যানুগাং যোগমণিপ্রভাখ্যাং বৃত্তিং বিধাস্যামি যথামতীডয়াম্।। মণিপ্রভা, মঙ্গলাচরণ,শ্লো.১

আনুমানিক অষ্টদশ শতকের অন্তিম দিকে সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী যোগসুধাকর নামক বৃত্তির প্রণয়ন করেছিলেন।

৮.বলদেব মিশ্রকৃত যোগদীপিকা

যোগসূত্রের বৃত্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে অর্বাচীন বৃত্তি হল আনুমানিক বিংশ শতকে রচিত পণ্ডিত বলদেব মিশ্রকৃত 'যোগদীপিকা'বৃত্তিটি। গ্রন্থের প্রারম্ভে আচার্য বলেছেন যদিও ব্যাসভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী এবং যোগবার্তিক এর সারতত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছে তথাপি বাচস্পতি মিশ্র মতানুগামী এই বৃত্তিটি লেখা হচ্ছে[31]।

৯.হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত যোগকারিকা

হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত যোগকারিকা টীকাটি কারিকা-শৈলীতে লেখা। 1935 খ্রীঃ চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ বারানসী থেকে 'সাংঙ্গ যোগদর্শনম্' (পাতঞ্জলদর্শনম্) এর সংস্করণের অন্তে সরলাটীকাসহ যোগকারিকা প্রকাশিত হয়।

১০.মহর্ষি সত্যদেবকৃত যোগরহস্য

মহর্ষি সত্যদেবকৃত যোগরহস্য টীকাটি যোগসূত্রের একটি স্বতন্ত্র টীকা গ্রন্থ। মূলত এই টীকাগ্রন্থটি অন্যান্য টীকাগুলি থেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট সম্পন্ন। এখানে সূত্রগত পদের অর্থ যেমন বিশ্লেষিত করা হয়নি তেমনি যোগ ভাষ্যাদি বাক্যের উদ্ধৃত করা হয়নি।

পতঞ্জলির যোগদর্শনের বিষয়বস্তু-

আনুমানিক খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতকে রচিত মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র গ্রন্থটী সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ – এই চারটি আধ্যায়ে বিভক্ত; যেখানে যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, অষ্টযোগাঙ্গ, ঈশ্বর, সমাপত্তি, মুক্তির স্বরূপ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

সমাধিপাদ – মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র গ্রন্থের আলোচ্য সমাধিপাদ নামক প্রথম অধ্যায়টিতে যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন । গ্রন্থারম্ভে তিনি 'অথ যোগ যোগানুশাসনম্' এইভাবে যোগশিক্ষার চিরন্তনতা সূচিত করে তদনন্তর যোগের লক্ষণে বলেছেন চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধই হল যোগ[32]। এবং ক্লিষ্ট-অক্লিষ্ট ভেদে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ বৃত্তির আলোচনা করে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তার নিরোধের কথা বলেছেন[33]। এইভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় বর্ণনা করার পর চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ যোগের স্বরূপ বলার জন্য ভেদসহ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আলোচনার পর পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য অপেক্ষা নির্বীজ সমাধিলাভের উপায়স্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ[34] ও তাঁর জপ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনন্তর যোগী যখন ঈশ্বরের স্বরূপের প্রণিধানা করেন তখন যোগীচিত্তে ব্যাধিস্ত্যান আদি বিঘ্নগুলি,[35] উপস্থিত হয় তখন যোগী কর্তিক বিঘ্ননাশকারী মৈত্রী ,

---

[31]ভাষ্যং সবার্ত্তিকং দৃষ্টবা বাচস্পত্যং চ কৃৎস্নশঃ।
তেভ্যঃ পোদ্ধৃত্য সংক্ষেপাদ্বাচস্পত্যানুগামিনীম।।
করোমি যোগসূত্রস্য ব্যাখ্যাং যোগপ্রদীপিকাম্ । যোগদীপিকা ১২.১৩

[32] যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগসূত্র ১.২

[33] অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ১.১২

[34]ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। ১.২৪

[35]ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্তিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্থেঽন্তরায়াঃ। যোগসূত্র ১.৩০

প্রসন্নতা আদি চিত্ত শুদ্ধির উপায়গুলিকে ,করুণা[36] অবলম্বন করে চিত্তকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়ে একে একে সবিতর্কসবিচার ও নি ,নির্বিতর্ক ,র্বিচার সমাধির ঊর্দ্ধে উঠে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে উন্নিত হতে সচেষ্ট হন। এবং তদনন্তর সংস্কারমাত্রের নিঃশেষ ঘটিয়ে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মাধ্যমে মুক্তি বা কৈবল্য লাভে সচেষ্ট হন[37]। এইভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ থেকে শুরু করে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্যন্ত সমস্থ বিষয়টই আলোচ্য অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে।

সাধন পাদ - মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত যোগসূত্র নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যোগের স্বরূপ,তার ভেদ ও সমাধি কি তা বলা হলেও যোগী কর্তিক সমাধি লাভের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। তাই সমাধি লাভের উপায়গুলি আলোচনা করতে গিয়েই মহর্ষি পতঞ্জলি আলোচ্য সাধন পাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যয়টির অবতারণা করেছেন এবং অধ্যায়টির সূচনাতেই বিক্ষিপ্তচিত্ত যোগীকে ক্রিয়াযোগ[38] পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তর ক্রিয়াযোগের ফল; জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ পরিণাম কি ধরনের হয় এবং দৃশ্যের স্বভাব, স্বরূপ ও প্রয়োজন বিষয়্যে আলোচনা করার পর প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের অভাব থেকে সিদ্ধ সর্ব-দুঃখনাশ রূপ হান[39] এর বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিবেকজ্ঞানের সময় সাধকের বুদ্ধি কি ধরণের হয় তা আলোচনা করেছেন। যোগমতে চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ করা অত্যাবশ্যক। তাই যোগী সর্বদাই চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করতে কখনও সমাধিতে লীন হন কখনও বা ঈশ্বরের প্রণিধান করেন। কিন্তু চঞ্চলতাই চিত্তের স্বভাব। তাই চঞ্চলতা কাটিয়ে নির্মল বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়াস্বরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি যোগাঙ্গ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন[40]। যম, নিয়ম , আসন ,প্রাণায়াম ভেদে যোগাঙ্গ আটটি[41]। এইভাবে সাধক অষ্টযোগাঙ্গ অভ্যাসের মাধ্যমে যোগীর মহাব্রত লাভ, সমস্ত রত্নের প্রকট, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি প্রাপ্তি ও বিঘ্নের নাশ ঘটে। এইভাবে ক্রিয়াযোগ থেকে শুরু করে অষ্ট যোগাঙ্গের মধ্যে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রত্যাহার পর্যন্ত বিষয়গুলি আলোচ্য অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে।

বিভূতিপাদ – দ্বিতীয় অধ্যায়ে অঙ্গসহ যোগের বর্ণনায় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যহার এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধনের ফলসহ আলোচনা করার পর বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ধারণা[42], ধ্যান[43] ও সমাধি[44] এই শেষ তিনটি অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গের বর্ণনা করেছেন । এবং ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম এই ত্রিবিধ সংযম সিদ্ধির ফল বিষয়ে আলোচনা করার পশ্চাত সংযম সিদ্ধির অপর ফলবিষয়ে বলেছেন যে – সংযম সফল হলে সমস্ত প্রাণির ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়[45], পূর্বজন্মের জ্ঞান

---

[36]মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসদনম্ । যোগসূত্র ১.৩৩

[37]তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ । যোগসূত্র ১.৫১

[38] তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ । যোগসূত্র ২.১

[39] তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশোঃ কৈবল্যম্ । যোগসূত্র ২.২৫

[40] যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ । যোগসূত্র ২.২৮

[41]যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। যোগসূত্র ২.২৯

[42] দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা । যোগসূত্র ৩.১

[43] তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। যোগসূত্র ৩.২

[44] তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ । ৩.৩

[45] শব্দার্থপ্রত্যায়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সংকরস্তৎপ্রবিভাগসংয়মাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ । যোগসূত্র ৩.১৭

হয়[46], অপরের চিত্তের জ্ঞান ঘটে[47], যোগী নিজের রূপের অন্তর্ধানে সক্ষম হয়[48], সূক্ষ্ম ব্যবধানযুক্ত ও দূরদেশে স্থিত বস্তুর জ্ঞান লাভ ঘটে[49], ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে[50], সিদ্ধ পুরুষের দর্শন ঘটে[51] প্রভৃতি। এইভাবে সাধক যখন সংযম অবস্থায় স্থিতি লাভ করে তখন তার সম্মুখে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্তা এই ছয়টি সিদ্ধির আবির্ভাব হয় [52]। কিন্তু সাধককে তা ত্যাগ করা উচিত। এইভাবে আলোচ্য অধ্যায়টিতে সিদ্ধি লাভের উপায় ও সিদ্ধিতে সংযমের ফল বিষয়ে আলোচনা করার পর সাধক কর্তৃক বুদ্ধি ও পুরুষ এই দুইয়ের সমানভাবে শুদ্ধির মাধ্যমে কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে [53]।

কৈবল্যপাদ - মুক্তির স্বরূপ বা মুক্তপ্রাপ্ত পুরুষের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করাই হল আলোচ্য অধ্যায়টির মূল বিষয়বস্তু। তাই বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে যে নানাপ্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে তা যে কেবল সমাধির দ্বারাই সিদ্ধ হবে,তা নয়। এরজন্য অন্য উপায়ও রয়েছে। সেবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য কৈবল্যপাদ নামক চতুর্থ অধ্যায়টির অবতারণা করা হয়েছে। তাই আলোচ্য অধ্যায়ের সূচনাতে সিদ্ধি প্রাপ্তির অপর উপায় বলেছেন যে – জন্মের দ্বারা, ওষধির দ্বারা, মন্ত্র জপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা ও সমাধির দ্বারা সিদ্ধিসকল সঞ্জাত হয় [54]। এবং অনন্তর জাত্যন্তরপরিণাম কীভাবে ঘটে, ওষধি ইত্যাদি নিমিত্ত কারণ কেমন করে প্রকৃতিকে পূর্ণতা দেয়, কর্মাশয়শূন্য সিদ্ধ যোগীর কর্মের বিশেষত্ব কিভাবে প্রতিপাদন করেন, সাধারণ মানুশই বা কেমনভাবে পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম এবং পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্মের ফলভোগ করেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে চিত্তের ভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ার উপায়গুলিকে আলোচনা করার পর অনন্তর দ্রষ্টাপুরুষ থেকে যে চিত্তের ভিন্ন সত্তা আছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে[55]। চেতনের উপরাগে উপরঞ্জিত হওয়া বুদ্ধিকে কেবল অনুকরণকারীর ন্যায় প্রতিভাত হওয়ার জন্য চেতন হলেন জ্ঞাতা - এ বিষয়ে যুক্তি স্থাপনের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রিত হলেও পরার্থে তা নিবেদিত[56]। এইভাবে চিত্ত ও আত্মার পৃথকত্ব প্রতিপাদন করার পর যখন বিবেক জ্ঞানের দ্বারা যোগীর আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করেন তখন তার লক্ষণ কি হবে সে বিষয়ে বলেছেন – সমাধিজনিত বিবেক জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত ও আত্মার ভেদকে যিনি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর আত্মভাববিষয়ক ভাবনা সর্বথা নিবৃত্ত হয়ে যায় [57]। এবং সেই যোগির চিত্ত বিবেকবান ও কৈবল্য অভিমূখী

---

[46] সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্। যোগসূত্র ৩.১৮

[47] প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্। যোগসূত্র ৩.১৯

[48] কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্। যোগসূত্র ৩.২১

[49] প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্। যোগসূত্র ৩.২৫

[50] কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ। যোগসূত্র ৩.৩০

[51] মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্। যোগসূত্র ৩.৩২

[52] ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে। যোগসূত্র ৩.৩৬

[53] সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্। যোগসূত্র ৩.৫৫

[54] জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। যোগসূত্র ৪.১

[55] সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ। যোগসূত্র ৪.১৮

[56] তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ। যোগসূত্র ৪.২৪

[57] বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ। যোগসূত্র ৪.২৫

হয়[58]। এইভাবে যোগী বিবেকজ্ঞানের মহিমার প্রতিও বৈরাগ্য ভাব প্রকাশ করেন ফলে যোগীর ধর্মমেঘ নামক সমাধি ঘটে[59] এবং যোগীর ক্লেশও সর্বতোভাবে নাশ হয়[60]। এইভাবে পুরুষ কর্তব্যহীন হয়ে গুণসমুহের নাশ ঘটিয়ে নিজ স্বরূপে অবস্থানের মাধ্যমে কৈবল্য লাভ করেন[61] ।

4.বর্তমান যুগে যোগের প্রাসঙ্গিকতা

ভারতীয় মোক্ষতত্ত্বের ধারা অতিপ্রাচীন। আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সেই পতঞ্জলির হাত ধরে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের যে প্রচেষ্টা যোগের গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল; আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মাধ্যমে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীণ হওয়ার এই যোগতত্ত্ব ক্রমশ পরবর্তী যুগেও সমানভাবে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল। মানুষ যখন জগত দুঃখময় ও মায়ার এই সংসারে চরাচরতাই সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ, এই কঠিন সত্যটিকে বুঝতে পারলেন তখন এই দুঃখ থেকে চিরমুক্তির উপায় খুজতেই কখনও গুরুগৃহে কখনোবা অরণ্যে নিস্তব্ধে বিচ্ছিন্নভাবে একাকি অবস্থানে ব্রতী হয়ে শ্রবন, মনন ও নিধিধ্যাসনের মধ্যে দিয়ে বিষয়মুখীতা, কামাভিমুখীতা এবং যশাভিমুখীতা ত্যগ করে চিত্তভূমির ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থার ক্রমশ বিণাশ ঘটিয়ে একাগ্রতার মাধ্যমে নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে জীবাত্মা অবিদ্যা, অস্মিতা আদি পঞ্চক্লেশ দূর করে যম, নিয়ম, আসন আদি অষ্ট যোগাঙ্গের মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হলেন । অর্থাৎ যোগতত্ত্বের মাধ্যমেই জীবাত্মা বদ্ধ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হলেন। তাই মোক্ষবাদী ভারতীয় যোগ চর্চার ধারাটি রীতিমতো দেশ ও কালের উর্দ্ধে উঠে সেই অনাদি কাল থেকেই ক্রমান্বয়ে সাধক পরম্পরায় বিকাশ লাভ করেছে। আর এই পরম্পরাকে অনুসরণ করেই পরবর্তিকালে নিম্নলিখিত সাধক পরম্পরার বিকাশলাভ করেছিল – শ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামী (1607-1887 খ্রীঃ), যোগীরাজ শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী (1828-1895 খ্রীঃ), যোগীবর গম্ভীরনাথজী (1896-1941 খ্রীঃ), স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী(1833–1899 খ্রীঃ), শ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা(1909 খ্রীঃ), বামাক্ষেপা (1607-1887 খ্রীঃ), বালানন্দ ব্রহ্মচারী (1903-1999 খ্রীঃ), স্বামী নিগমানন্দ (1880-1935 খ্রীঃ), আচার্য রামানুজ (1017-1137 খ্রীঃ), শ্রী মধুসূদন সরস্বতী (1540-1640 খ্রীঃ), ভক্ত দাদু (1544-1603 খ্রীঃ), শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী (1730-1890 খ্রীঃ), শ্রী ভগবানদাস বাবাজী (1900 খ্রী), শ্রী ভোলানাথ গিরি(1928 খ্রীঃ), প্রভু শ্রী জগদ্বন্ধু(1821-1921 খ্রীঃ), স্বামী সন্তদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ (1859-1894 খ্রীঃ), আচার্য শঙ্কর (788-820 খ্রীঃ) , শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য (1486-1533 খ্রীঃ), কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (1600-1610 খ্রীঃ), তুকারাম (1518-1650 খ্রীঃ), গোস্বামী তুলসীদাস (1497-1623খ্রীঃ), মাতৃসাধক রামপ্রসাদ (1718-1775 খ্রীঃ), শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস (1836-1886 খ্রীঃ), গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ(1841-1899খ্রীঃ), বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (1853-1937 খ্রীঃ), মহর্ষি রমণ (1879-1950 খ্রীঃ), শ্রী অরবিন্দ (1872-1950 খ্রীঃ), শৈবাচার্য অপ্পর (600-680 খ্রীঃ), অদ্বৈত আচার্য (1434-1539 খ্রীঃ), শঙ্করদেব (1449-1568 খ্রীঃ), গোস্বামী রঘুনাথ দাস (1463-1568 খ্রীঃ), গৌতম বুদ্ধ (564-483 খ্রীঃপূঃ), ভক্ত কবীর (1498 খ্রীঃ), রাজা রামকৃষ্ণ (1772-1833 খ্রীঃ), সাধক কমলাকান্ত (1769-1821 খ্রীঃ), সাঁইবাবা(1838-1918 খ্রীঃ), তীর্থঙ্কর মহাবীর (599-527 খ্রীঃপূঃ), জ্ঞান দেব (1271-1296 খ্রীঃ), নানক (1469-1539 খ্রীঃ), শ্রীজীব গোস্বামী (1513-1598 খ্রীঃ), সিদ্ধ কৃষ্ণদাস (1700 খ্রীঃ),

[58] তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগভারং চিত্তম্ ।যোগসূত্র ৪.২৬

[59] তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ । যোগসূত্র ৪.২৭

[60] ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ । যোগসূত্র ৪.৩০

[61] পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি । যোগসূত্র ৪.৩৪

রামঠাকুর (1860-1949 খ্রীঃ), বিদ্যারণ্য স্বামী (1296-1386 খ্রীঃ), ভক্ত নামদেব (1270-1350 খ্রীঃ), আচার্য রামানন্দ (1299-1410 খ্রীঃ), শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী (1400 খ্রীঃ), ভক্ত লালাবাবু (1775 খ্রীঃ), পওহারী বাবা (1840-1898 খ্রীঃ), হংসবাবা অবধূত (1950-1957 খ্রীঃ), মহাযোগী গোরখনাথ (1100 খ্রীঃ), গুরু অঙ্গদ (1504-1552 খ্রীঃ), নঁরসি মেহেতা (1414-1481 খ্রীঃ), সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস (1700 খ্রীঃ), হরিহর বাবা (1829-1949 খ্রীঃ), তিব্বতী বাবা (1930 খ্রীঃ), কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী (1700 খ্রীঃ), নাঙ্গ বাবা (1949 খ্রীঃ), আচার্য মধ্ব(1238-1317খ্রীঃ), সনাতন গোস্বামী (1488-1558 খ্রীঃ), সমর্থ রামদাস (1601-1681 খ্রীঃ), একনাথ স্বামী (1533-1599 খ্রীঃ), বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী (1820-1899 খ্রীঃ), স্বামী বিবেকানন্দ (1863-1902 খ্রীঃ), অবধূত নিত্যানন্দ (1897-1961 খ্রীঃ), বীরশৈব বশভেশ্বর (1105-1167 খ্রীঃ), লাটু মহারাজ (1920 খ্রীঃ), স্বামী ব্রহ্মানন্দ (1863-1922 খ্রীঃ), যোগত্রয়ানন্দজী (1858-1927 খ্রীঃ), অদ্বৈত আচার্য (1434-1539 খ্রীঃ), শঙ্করদেব (1449-1568 খ্রীঃ), গোস্বামী রঘুনাথদাস (1489-1577 খ্রীঃ), সাধু নাগমহাশয় (1846-1899 খ্রীঃ), স্বামী শিবানন্দ (1887-1963 খ্রীঃ), যমুনাচার্য (916-1041 খ্রীঃ), গোস্বামী লোকনাথ (1730-1890 খ্রীঃ), রূপ গোস্বামী (1493-1564 খ্রীঃ), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (1860-1913 খ্রীঃ), স্বামী অভেদানন্দ (1866-1939 খ্রীঃ), কৃষ্ণপ্রেম (1898-1965 খ্রীঃ), পরম ভাগবত বেঙ্কটনাথ (1310-1369 খ্রীঃ), সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ (1899-1982 খ্রীঃ), বল্লভাচার্য (1479-1531 খ্রীঃ), শিখগুরু অমরদাস (1479-1574 খ্রীঃ), রায় রামানন্দ (1500 খ্রীঃ), স্বামী প্রেমানন্দ (1884-1940 খ্রীঃ), চরনদাস বাবাজী (1854 খ্রীঃ), তন্ত্রাচার্য সর্বানন্দ (1426 খ্রীঃ), রামদাস বাবাজী(1887-1953 খ্রীঃ)।

ভারতবর্ষের মাটিকে পূন্যাশ্রিত করতে একে একে কালের অন্তরায় যেমন সাধক পরম্পরার আবির্ভাব ঘটেছিল; তেমনভাবেই সাধিকাদের অভাব কোনদিনই ঘটেনি। বৈদিক মন্ত্র যারা দর্শন করেছিলেন সেই ঋষিদের ভেতরে রয়েছেন নারীঋষি।বিশ্ববারা প্রভৃতি ,লোপামুদ্রা ,রোমশা ,ঘোষা - ব্রহ্মবাদিনী বাক্ ছিলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা।দেবীসূক্তের ঋষিরূপে ভারতীয় সাধকজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তিনি , বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানী মৈত্রের দ্বারা গুরু ও পতির কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ সাধিকাপরম্পরার অপর নিদর্শন। বেদের ব্রাহ্মণে মহাতপস্বী বাচক্নবী গার্গীর ব্রহ্মবিচারের কাহিনীও সনাতন পরম্পরার অন্য এক দৃষ্টান্ত। এইভবে বৈদিক যুগের ঘোষাবিশ ,লোপামুদ্রা ,রোমশা ,ববারা প্রভৃতি নারী সাধিকাদের হাত ধরে আধুনিক যুগে এবং আমাদের সমকালীন সমাজেও বিষ্ণুপ্রিয়া (1500 খ্রীঃ), ভৈরবী যোগেশ্বরী (1861 খ্রীঃ), সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাই, গোপালের মা (1822-1906 খ্রীঃ), নিবেদিতা (1867-1911 খ্রীঃ) প্রভৃতি উচ্চকোটি নারী সাধিকাগণেও আবির্ভাব সমানভাবেই ঘটেছিল।

5.উপসংহার: মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত 'যোগসূত্র' গ্রন্থটি ভারতীয় দর্শন পরম্পরার এক অন্যতম সম্পদ। মহর্ষি কপিল পুরুষ প্রকৃতি আদি পঞ্চবিংশতি তত্বজ্ঞানের মাধ্যমে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্ত্যার্থে সাংখ্যদর্শনের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি বুঝেছিলেন শুধু জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি সমাধির স্বরূপ এবং অবস্থা ভেদে সমাধি লাভের বিবিধ ব্যাবহারিক উপায় সমূহের বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় অন্যান্য দর্শন মূলত সৈদ্ধান্তিক কিন্তু যোগদর্শন শুধু সৈদ্ধান্তিকই নয় তার সাথে সাথে ব্যাবহারিকও। তাই পরবর্তী যুগে মহর্ষি পতঞ্জলির ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গঠিত হয়েছে একাধিক যোগ পরম্পরা। সেই সমস্ত যোগ পরম্পরা সমূহ জনসমক্ষে উপস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য প্রবন্ধটির অবতারণা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. আরণ্য(সম্পাদক) হরিহরানন্দ , পাতঞ্জল যোগদর্শন । কলকাতা ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্ : ।২০০২
2. উপাধ্যায়। বলদেব , সংস্কৃত বাঙ্ময় কা বৃহদ ইতিহাস । নবম খণ্ড ন্যায় : লখনউ উত্তর প্রদেশ : সংস্কৃত সংস্থান।১৯৯৯ ,
3. দেব। (সংগ্রাহক) রাধাকান্ত , শব্দকল্পদ্রুম । বারাণসী । ১৯৬৭ ,চৌখম্বা সিরিজ অফিস :
4. বসু। (সম্পাদক) নগেন্দ্রনাথ , বাংলা বিশ্বকোষ । দিল্লী ।১৯৮৮ ,বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন :
5. ভট্টাচার্য। সমরেন্দ্র , ভারতীয় দর্শন । কলকাতা । ২০১৫ ,বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড :
6. মিশ্র। জগদীশচন্দ্র , ভারতীয় দর্শন । বারাণসী । ২০১৫ ,চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন :
7. রামসুখদাস। স্বামী , শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । গোরক্ষপুর। ২০১৬ ,গীতাপ্রেস ,
8. রায়, শঙ্করনাথ। ভারতের সাধক। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩১২।
9. শর্মা ,পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু। পাতঞ্জল দর্শন। কলকাতা:মনিকাপ্রেস,১৯০৭।